# DAKSHINBANGA MATSYAJIBI FORUM (DMF)

Trade Union Regn. No.20474/92.

Affiliated to National Platform for Small Scale Fish Workers (NPSSFW)


মেমো নং: DMF/President-40/24 তারিখ: 28/02/24

প্রতি

১) সচিব,
মৎস্য দপ্তর,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১

২) মৎস্য অধিকর্তা,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১

Fisheries Department
RECEIVED
29/2/24
Govt. of West Bengal
Contents not Verified
Directorate of Fisheries
Govt. of West Bengal

বিষয়: 'প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত দুর্ঘটনা জনিত বীমা প্রকল্প' চালুর দাবি।

মহাশয়,

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে আপনাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের শাখা সংগঠন 'পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম' গত ২৬/০৪/২০২৩ তারিখে 'মৎস্যজীবী বন্ধু প্রকল্প' এবং প্রধান মন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার (PMMSY) অন্তর্গত গ্রুপ অ্যাক্সিডেন্ট ইন্সিউরেন্স স্কিম সম্পর্কিত তথ্যের জন্য সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক, পূর্ব মেদিনীপুর-এর নিকট আবেদন জানায় (আবেদনের কপি সংযুক্ত করা হল, Annexure-I)। আবেদনে দুটি স্কিম সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান এবং আমাদের রাজ্যে দুটি স্কিম চালু রয়েছে কিনা তা জানানোর কথা বলা হয়। সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক, পূর্ব মেদিনীপুর-এর কার্যালয় থেকে স্কিম দুটি সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি।

'তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫' মোতাবেক প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্ভুক্ত দুর্ঘটনা জনিত বীমা প্রকল্পের বর্তমান স্থিতি জানার জন্য ভারত সরকারের মৎস্য দপ্তরে আবেদন জানানো হয়। সেই আবেদনটির উত্তরে রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তর আমাদের জানায় যে পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অধীন দুর্ঘটনা জনিত বীমা ২৫/০৭/২০২৩ তারিখ মধ্যরাত্রি থেকে বন্ধ (দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত উত্তর আবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হল, Annexure-II )।

আপনি অবগত আছেন যে ইতিপূর্বে রাজ্যের মৎস্যজীবীদের জন্য ২লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা জনিত বীমা চালু ছিল। ২০১৭ থেকে ২০২২সাল পর্যন্ত রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তর প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও দপ্তর এই বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। (আবেদনের প্রতিলিপি সংযোজিত হল, Annexure-III)। দফতরের অমানবিক ও অনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে মৃত মৎস্যজীবীদের বহু পরিবার মৎস্য দপ্তর থেকে কোনরকম ক্ষতিপূরণ পাননি।

এরপর রাজ্য সরকার জুলাই ২০২২ -এ 'প্রধান মন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার (PMMSY) অন্তর্গত গ্রুপ অ্যাক্সিডেন্ট ইন্সিউরেন্স স্কিম চালু করে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ছিল ৫লক্ষ টাকা। প্রকল্প শুরুর ১বছরের মাথায় কোন কারন না দেখিয়েই বন্ধ করে দেওয়া হয়। নতুন করে ২০২৩ সালে 'মৎস্যজীবী বন্ধু' নামে ২লক্ষ টাকার

জীবন বীমা চালু করা হল। দফতরের এই খামখেয়ালিপনার কারনে রাজ্যের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা তাঁদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দূর্ভাগ্যের বিষয় হল স্কিম বন্ধের কোন সরকারি বিজ্ঞপ্তি সাধারণ মৎস্যজীবীদের জানানোর প্রয়োজন দপ্তর অনুভব করেনা।

মহাশয়, রাজ্যের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের ক্ষেত্রে 'প্রধান মন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা'র (PMMSY) অন্তর্গত ৫ লক্ষ টাকার গ্রুপ অ্যাক্সিডেন্ট ইন্সিউরেন্স এবং 'মৎস্যজীবী বন্ধু' অন্তর্গত ২ লক্ষ টাকার জীবন বীমা দুটি স্কিমই চালু রাখার প্রয়োজন রয়েছে। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা আর্থিকভাবে পশ্চাদপদ শ্রেণীভুক্ত। পরিবারের একজন উপার্জনশীল ব্যক্তির ক্ষেত্রে ২লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট নয়। অন্যান্য রাজ্যে (তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশ) মৎস্যজীবীদের দুর্ঘটনা জনিত বীমা রাশির পরিমাণ ১০লক্ষ টাকা। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে মৎস্যজীবীদের জন্য বীমা রাশির পরিমাণ মাত্র ২লক্ষ টাকা।

অবিলম্বে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের স্বার্থে PMMSY-এর অধীন দুর্ঘটনা জনিত বীমা এবং 'মৎস্যজীবী বন্ধু' স্কিম দুটি একই সাথে চালু করার আবেদন জানাচ্ছি। একই সাথে কোন স্কিম চালু করা বা বন্ধ করার বিষয়টি সাধারণ মৎস্যজীবী ও তাদের সংগঠনকে জানানর ও তাদের মতামত নেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে—

দেবাশিস শ্যামল

(দেবাশিস শ্যামল)

President,
Dakshinbanga Matsyajibi Forum

Annexure-1


জল বাঁচাও, তট বাঁচাও

উপকূলের লোক বাঁচাও

**PURBA MEDINIPUR MATSYAJIBI FORUM**

**পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম**

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (রেঃ জিঃ নং- ২০৪৭৪/৯২) এর শাখা


মেমো নং: PMMF/A/266/23

প্রতি

তারিখ: ২৬/০৪/২০২৩

সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক

মীন ভবন, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর।

বিষয়: মৎস্যজীবী বন্ধু (‘ডেথ বেনিফিট’) সংক্রান্ত।

মহাশয়,

আপনার কার্যালয় থেকে ১২/০৪/২০২৩ তারিখ, পত্রাঙ্ক- ২৭৬ (৪৩) অনুসারে ‘মৎস্যজীবী বন্ধু’ স্কিম সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করা হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে মৎস্যজীবী বন্ধু স্কিমের সম্পূর্ণ তথ্য দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। মৎস্যজীবী বন্ধু স্কিম বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দফতর থেকে গাইডলাইনও জারি করা হয়েছে। এই স্কিমের সুবিধাভোগী কারা হবেন তাও স্পষ্ট করা হয়েছে।

উপরিউক্ত স্কিম সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এটির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মৎস্যজীবীদের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন। এখানে একটি প্রশ্ন আসে। ২০২২-এর জুন মাস থেকে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত মৎস্যজীবী দুর্ঘটনাজনিত বিমা চালু আছে। বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ৩ হাজারের বেশি সুবিধাভোগী রয়েছেন। PMMSY-এর বিমা রাশির পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা। মৎস্যজীবী বন্ধু স্কিমে বিমা রাশির পরিমাণ ২ লক্ষ টাকা। আপনার বিজ্ঞপ্তিতে PMMSY-এর অন্তর্গত বিমার কোনো উল্লেখ নেই। তার মানে কি আমাদের রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত মৎস্যজীবী দুর্ঘটনাজনিত বিমা বন্ধ করা হয়েছে? নাকি, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত মৎস্যজীবী দুর্ঘটনাজনিত বিমার ব্যবস্থা চালু আছে কিন্তু মৎস্যজীবীদের দূরবস্থার কথা ভেবে আরও একটি বিমা চালু করা হল?

যদি, উপরিউক্ত সম্ভাবনার প্রথমটি হয়, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দফতর ‘প্রধান মন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা’-র অন্তর্গত মৎস্যজীবী দুর্ঘটনা জনিত বিমা বন্ধ করে দিয়ে ‘মৎস্যজীবী বন্ধু’ স্কিম চালু করে থাকেন তাহলে এর ফলে মৎস্যজীবীরা আর্থিক ক্ষতির শিকার হলেন। আমরা এর প্রতিবাদ জানিয়ে বিষয়টির অবিলম্বে পুনর্বিবেচনার দাবি জানাচ্ছি।

প্রসঙ্গত, আর একটি গুরুতর সমস্যার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মৎস্যজীবী বন্ধু সংক্রান্ত গাইডলাইনে বলা হয়েছে দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে যাঁরা মৎস্যজীবী হিসেবে নিবন্ধীকৃত হয়েছেন তাঁরা সরাসরি এই স্কিমের আওতায় আসবেন। অথচ, বিভিন্ন ব্লকের মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে জানতে পারি যে উপরিউক্ত ব্যবস্থায় ‘মৎস্যজীবী’ হিসেবে নিবন্ধীকৃত মানুষজনের মধ্যে যাঁরা মৎস্যজীবী নন তাঁদের সংখ্যাই বেশি। অর্থাৎ, স্কিমের অর্থের সুবিধা মৎস্যজীবীদের তুলনায় অ-মৎস্যজীবীরাই বেশি পাবেন। এটি প্রকল্পের অর্থের অপব্যায়।

আমাদের দাবি, মৎস্যজীবীদের জন্য যে-কোনো স্কিমের সুবিধা যেন একজন যথার্থ মৎস্যজীবীই পান তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

ধন্যবাদান্তে—

**সভাপতি**

**কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন**

RECEIVED
Not Verified
Office of the Assistant Director of Fisheries
Marine, Contai Purba Medinipur

General Secretary,
Purba Medinipur Matsyajibi Forum
Branch of Dakshinbanga Matsyajibi Forum
26/04


ঠিকানা - জালালখানবাড় (ওয়ার্ড নং- ২১), কাঁথি বাজার, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর
পিন- ৭২১৪০৩, ফোন - ৯৪৩৪২১৮৪৩৮ / ৯৯৩৩৬০২৮০৮

Address : Jalalkhanbar (Ward No.-21), Coantai Bazar
Contai, Purba Medinipur, W.B.- 721403

E-mail : pmmf2018@rediffmail.com

Annexure - II

# Government of West Bengal

**Depart of Fisheries, Aquaculture, Aquatic Resources & Fishing Harbours**
**IT Building (7th & 8th Floor)**
**31, GN Block, Sector –V, Salt Lake**
**Kolkata- 700091.**

No.2697-FI-16/31/2023-SECTION(FI)-Dept of FI Dated.27.09.2023

From : SPIO and Sr. Law Officer & E.O. Assistant Secretary
to the Government of West Bengal.

To : Shri Debasis Shyamal
Purba Medinipur Matsyajibi Forum,
At-Jalalkhanbarh (Ward No.21)
P.O.-Contai Bazar, Dist-Purba Medinipur,
Pin-721403

Sub.: Reply of your RTI application dated.04.09.2023

With reference to your RTI application dated.04.09.2023 which was received in this Department on 18.09.2023, I am to furnish requisite information as mentioned in the said RTI application which is attached at ANNEXURE-I.

Enclo: ANNEXURE-I.

SPIO & Sr. Law Officer & E.O. Assistant Secretary
to the Government of West Bengal

**ANNEXURE-I**

No.2697-FI-16/31/2023-SECTION(FI)-Dept of FI

Dated.27.09.2023

| Sl.No. | Queries | Replies |
|---|---|---|
| 1. | Are the members of the fishing community in West Bengal entitled to receive the benefits of the Group Accident Insurance Scheme (GAIS) under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMSSY) ? | Yes |
| 2. | If the answer to Question 1 above is in the affirmative, then kindly inform me since when have the benefits of the aforesaid Scheme (GAIS) become available for the members of the fishing community in West Bengal ? | 00:00 Hours on 26.07.2022 |
| 3. | If the answer to Question 1 above is in the affirmative, how many members of the fishing community in West Bengal had come under the purview of the aforesaid scheme in the first year of its implementation in West Bengal ? | 8499 |
| 4. | If the answer to Question 1 above is in the affirmative, how many fishers/fishworkers in West Bengal are presently under the purview of the aforesaid scheme ? | None |
| 5. | Is the aforesaid Scheme (GAIS) still in effect in West Bengal ? | No |
| 6. | If the answer to the preceding question is in negative, since when is the Scheme no longer in effect in West Bengal ? In this connection kindly provide copies of relevant documents (such as, the relevant order of notification). | The period of insurance was 00:00 Hours on 26.07.2022 to Midnight of 25.07.2023. Therefore after 25.07.2023, the scheme is no longer in effect in West Bengal; Duplicate copies of relevant policy documents are attached. |

SPIO & Sr. Law Officer & E.O. Assistant Secretary
to the Government of West Bengal

Annexure - III

# দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিঃ নং – ২০৪৭৪/৯২ এন.এফ.এফ. অনুমোদিত

প্রধান কার্যালয় – ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা – ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স – ০৩৩-২৩২৮৩৯৮৯ ই-মেল : dmfwestbengal@gmail.com

নং: ডি.এম.এফ./প্রেস/১২/২১

৫ই এপ্রিল, ২০২১

মৎস্য অধিকর্তা,

পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১

বিষয়: মৎস্যজীবীদের জন্য দুর্ঘটনা বিমা প্রত্যাহার

মাননীয়া মহাশয়া,

দুর্ঘটনায় মৃত দরিদ্র মৎস্যজীবীদের অসহায় বিধবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সরকারি দুর্ঘটনা বিমা রাশির জন্য আবেদন মৎস্য দপ্তর প্রত্যাখ্যান করায় তার কারণ জানার জন্য তথ্য জানার আইন মোতাবেক আবেদনের উত্তরে [Memo No. RTI/ O (RTI/KOL/01/12) Dt. 28/01/2021] আপনার দপ্তরের রাজ্য তথ্য আধিকারিক তথা প্রশাসনিক আধিকারিক জানান যে মৎস্যজীবীদের জন্য সরকারি দুর্ঘটনা বিমা প্রকল্পটি ১০.১২.২০১৭ থেকে বন্ধ হয়ে আছে।

মৎস্য শিকার একটি বিপজ্জনক পেশা। দুর্ঘটনায় মৃত দরিদ্র মৎস্যজীবীর অসহায় বিধবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সরকারি দুর্ঘটনা বিমার মাধ্যমে স্বল্প কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা লাভ করতেন। এই সহায়তার রাশি শেষ পর্যন্ত ২ লক্ষ টাকা হয়েছিল। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় এটি ৫ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবীরা তিন বছরের উপর দুর্ঘটনা বিমা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে আছেন।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে সুদীর্ঘ তিন বছরের মধ্যে মৎস্য দপ্তর বা রাজ্য সরকার এই বিষয়ে এমন কোন পদক্ষেপ নেয় নি যাতে দুর্ঘটনায় মৃত দরিদ্র মৎস্যজীবী পরিবারগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা পেতে পারে। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এটি মৎস্য দপ্তর তথা সরকারের তরফে শুধু সাংঘাতিক দায়িত্বহীনতা নয়, চরম হৃদয়হীনতার নিদর্শন।

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম দাবি করছে –

- দুর্ঘটনায় মৃত দরিদ্র মৎস্যজীবীদের বিধবা বা পরিবারদের অবিলম্বে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
- দুর্ঘটনায় মৃত দরিদ্র মৎস্যজীবীদের বিধবা বা পরিবারের সমস্ত বকেয়া আবেদন অবিলম্বে বিবেচনা করতে হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

কার্যকরী ও দ্রুত পদক্ষেপের প্রত্যাশায় –

আপনার বিশ্বস্ত,

প্রদীপ চ্যাটার্জী

প্রদীপ চ্যাটার্জী,

সভাপতি,

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম

Pradip 05/04/2021

Received
Directorate of Fisheries, W.B
Meen Bhaban
31, G. N. Block, Sec V
Salt Lake, Kol 91